প্রথম আলো

তারিখ ... 23 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন

এমসি ছাত্রাবাসে আগুন দিয়েছে ছাত্রলীগ!

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে বহিরাগতদের নিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাই আগুন দিয়েছেন। অগ্নিসংযোগকারী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নাম যাচাই-বাছাই ও অপরাধ শনাক্ত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে অধিকতর তদন্তের সুপারিশ করেছে জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটি।

গতকাল রোববার ওই কমিটি তাদের সর্বশেষ বৈঠকে ওই কথা উল্লেখ করে তদন্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে। আজ সোমবার সিলেটের জেলা প্রশাসকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের তিনটি ব্লকের ৪২ কক্ষ ৮ জুলাই রাতে আগুনে ভস্মীভূত হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা ছাত্রলীগের এক কর্মীকে মারধর করেন। এরপর ছাত্রাবাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছাত্রলীগ বহিরাগতদের নিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে বলে অভিযোগ উঠলে ঘটনা তদন্তে জেলা প্রশাসন ও কলেজ কর্তৃপক্ষ দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) মো. শহীদুল আলমের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটিকে ১০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্ত শেষে গতকাল দুপুর থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কমিটির সদস্যদের একটি সভা হয়।

কমিটির প্রধান মো. শহীদুল আলম তদন্ত সম্পন্ন এবং প্রতিবেদনও প্রস্তুত হয়েছে বলে জানান। তবে তদন্ত প্রতিবেদনে কী এসেছে—তা দাখিলের পূর্বে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। আজ সকালে জেলা প্রশাসকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তদন্ত কমিটি সূত্র জানিয়েছে, মোট ৫২ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাভিত্তিক তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ঘটনার বর্ণনাকারীদের মধ্যে দুটি ভাগে সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা সরাসরি অগ্নিসংযোগকারীদের নাম ও পরিচয় বলেছেন। আবার ছাত্রাবাসের দায়িত্বশীল ও কলেজে কর্মরতরা অগ্নিসংযোগকারীদের নাম-পরিচয় বলতে রাজি হননি। তবে অধিকাংশই ছাত্রলীগের কথা বলায় তদন্ত কমিটি অগ্নিসংযোগকারী হিসেবে ছাত্রলীগকেই শনাক্ত করেছে। এতে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পংকজ পুরকায়স্থ, সহসভাপতি এস আর রুমেল, ছাত্রলীগের সিলেট সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি দেবাংশ দাস মিঠু, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমসহ ২৫-৩০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটি সূত্র জানায়, ছাত্রাবাস পোড়ানোর ঘটনায় নামোল্লেখিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সশস্ত্র অবস্থায় আরও শতাধিক বহিরাগত ছিল। বহিরাগতদের ছাত্রাবাসে ঢুকতে মদদ দিয়েছেন এমসি কলেজের পাশে টিলাগড় এলাকার বাসিন্দা জেলা আওয়ামী লীগের দুজন নেতা। এঁদের একজন জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক রণজিৎ সরকার। এমসি কলেজ মাঠে রথমেলার আয়োজক থাকায় অগ্নিসংযোগে সরাসরি তাঁর মদদ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে ভবিষ্যতে এ রকম সহিংসতা মোকাবিলায় ১১টি প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রাবাসের প্রতিটি ব্লকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা, ছাত্রাবাস ক্যাম্পাসে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন, ছাত্রাবাসের বাসিন্দা ছাত্রদের পরিচয়পত্র ব্যবহার এবং ছাত্রাবাসের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ।